41957 - হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

প্রশ্ন

হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্ত কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলেমগণ হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে; আর পাওয়া না গেলে হজ্ব ফরজ হবে না। এমন শর্ত- পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছে- ইসলাম, আকল (বুদ্ধিমত্তা), বালেগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সামর্থ্য থাকা।

১. ইসলাম: এটি যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত। যেহেতু কাফেরের কোন ইবাদত শুদ্ধ নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: "তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী)।"[সূরা তওবা, আয়াত: ৫৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুআয (রাঃ) কে ইয়েমেনে পাঠানো সংক্রান্ত হাদিসে এসেছে- "তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদেরকে তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালেমাতে সাক্ষ্য দেয়া এবং আমি যে আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহ্বান জানাবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তখন তাদেরকে জানাবে আল্লাহ তাদের উপরে দিবানিশি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানাবে আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের থেকে যাকাত আদায় করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে।"[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] অতএব, কাফেরকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেওয়া হবে। ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা তাকে নামায, যাকাত, রোজা, হজ্ব ও ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান আদায় করার নির্দেশ দিব।

২ ও ৩. আকলবান ও বালেগ হওয়া: দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তিন শ্রেণীর লোকের উপর থেকে (শরয়ি দায়িত্বের) কলম তুলে নেয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি; সজাগ না হওয়া পর্যন্ত। শিশু; তার স্বপ্নদোষ না হওয়া পর্যন্ত। পাগল; তার হুঁশ ফিরে আসা পর্যন্ত।" [সুনানে আবু দাউদ (৪৪০৩), শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন] অতএব, শিশুর উপরে হজ্ব নেই। তবে শিশুর অভিভাবক যদি তাকে নিয়ে হজ্ব আদায় করে তাহলে তার হজ্ব শুদ্ধ হবে। সে শিশু যেমন সওয়াব পাবে তেমনি তার অভিভাবকও সওয়াব পাবে। হাদিসে এসেছে- এক

মহলিা একটি শশিুকে উপরে তুলে ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জজ্ঞিসে করলনে: এর জন্য কি হজ্ব আছ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: হ্যাঁ। আপনওি প্রতদিান পাবনে।"[সহহি মুসলমি]

৪. স্বাধীন হওয়া: অতএব, ক্রীতদাসরে উপর হজ্ব নইে। যহেতেু ক্রীতদাস তার মনবিরে অধকিার আদায়ে ব্যস্ত।

৫. সামর্থ্য থাকা: আল্লাহ তাআলা বলনে: "এ ঘররে হজ্ব করা হলো মানুষরে উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকরে সামর্থ্য রয়ছে এ পর্যন্ত পৌছার।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭] আয়াতে কারীমাতে উল্লখেতি সামর্থ্য শারীরকি সামর্থ্য ও আর্থকি সামর্থ্য উভয়টাকে অন্তর্ভুক্ত কর। শারীরকি সামর্থ্য বলতে বুঝায় শরীর সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত সফররে কষ্ট সইতে সক্ষম হওয়া। আর আর্থকি সামর্থ্য বলতে বুঝায় বায়তুল্লাহতে আসা-যাওয়া করার মত অর্থরে মালকি হওয়া।

স্থায়ী কমটিি বলনে (১১/৩০)

হজ্বরে সামর্থ্য হলো- ব্যক্তি শারীরকিভাবে সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহতে পৌঁছার মত যানবাহন যমেন- বমিান, গাড়ী, সওয়ারী ইত্যাদরি মালকি হওয়া অথবা এগুলোতে চড়ার মত ভাড়ার অধকিারী হওয়া এবং যাদরে ভরণপোষণ দয়ো ফরজ তাদরে খরচ পুষয়িে হজ্বে আসা-যাওয়া করার মত সম্পত্তরি মালকি হওয়া। নারীর ক্ষত্রেে হজ্ব বা উমরার সফর সঙ্গি হসিবেে স্বামী বা মাহরাম কউে থাকা। এর সাথে আরো যে শর্তটি যোগ করা যায় সটো হচ্ছ- বায়তুল্লাহ শরফিে পৌঁছার ব্যয় তার আবশ্যকীয় খরচ, শরয়ি আইনানুগ খরচ, ঋণ ইত্যাদরি অতরিক্তি হওয়া। ঋণ বলতে বুঝাবে আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য অধকিার যমেন- কাফফারাসমূহ অথবা মানুষরে পাওনা। যে ব্যক্তরি ঋণ রয়ছে। যদি তার সম্পত্তি ঋণ পরশিোধ ও হজ্ব আদায় উভয় কাজরে জন্য যথষ্টে না হয় তাহলে সে ব্যক্তি প্রথমে ঋণ আদায় করব; তার উপর হজ্ব ফরজ হবে না। কছিু লোকরে ধারণা হলো- হজ্ব ফরজ না হওয়ার কারণ হচ্ছে ঋণদাতা অনুমতি না দয়ো। ঋণদাতার কাছে অনুমতি চাইলে তনিি যদি হজ্ব করার অনুমতি দনে তাহলে হজ্ব করতে কোন দোষ নইে। এই ধারণা নতিান্ত অমূলক। বরং হজ্ব ফরজ না হওয়ার কারণ হচ্ছ- ব্যক্তরি দায়ত্বিে এ ঋণ থকেে যাওয়া। এ কথা সুবদিতি য, ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে হজ্ব করার অনুমতি দয়ে তদুপরি ঋণরে দায়ত্বি তো ঋণগ্রহীতার উপর থকেে যাব। এই অনুমতরি মাধ্যমে তো ঋণরে দায়ত্বি মুক্ত হবে না। এ কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তকিে বলা হব- তুমি আগে ঋণ পরশিোধ কর। এরপর তোমার কাছে হজ্ব আদায় করার মত সম্পদ অবশষ্টি থাকলে হজ্ব করব; নচেৎ তোমার উপর হজ্ব ফরজ নয়। যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ আদায় করতে গয়িে হজ্ব আদায় করতে পারনে, সে যদি মারা যায় তদুপরি সে আল্লাহর সাথে পরপিূর্ণ দ্বীনদারি নয়িে সাক্ষাত করতে পারব; কসুরকারী বা অবহলোকারী হসিবেে নয়। কনেনা হজ্ব তো তার উপর ফরজ-ই হয়নি। অস্বচ্ছল ব্যক্তরি উপর যাকাত যমেন ফরজ নয় তমেনি হজ্বও ফরজ নয়। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ আদায়রে আগে হজ্ব আদায় করে এবং ঋণ আদায়রে আগে সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সে ব্যক্তি বপিদ-সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে থাকব। কারণ শহদিরে সকল গুনাহ মাফ করা হলওে ঋণ মাফ করা হয় না; অতএব শহদি ছাড়া অন্যদরে ক্ষত্রেে ঋণরে (শাস্তি) কমেন হতে পার!!

শরয়ি আইনানুগ খরচ হচ্ছে- ইসলামি শরিয়া কর্তৃক অনুমোদিত খরচাদি। যেমন ইসরাফ (সাধারণ অপচয়) ও তাবযির (হারাম কাজে ব্যয়) ব্যতীত নিজের খরচাদি, নিজ পরিবারের খরচাদি। যদি কোন ব্যক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ হয়, কিন্তু অন্যদের কাছে নিজের ধনাঢ্যতা জাহির করার জন্য ও ধনীদের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য দামী গাড়ী কিনে এবং তার কাছে হজ্ব করার মত সামর্থ্য না থাকে তার উপর দামী গাড়ীটি বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে হজ্ব করা ফরজ হবে এবং সে তার সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল মূল্যের অন্য একটি গাড়ী কিনে নিবে। কারণ এই দামী গাড়ী শরয়ি আইনানুগ খরচের মধ্যে পড়বে না। বরঞ্চ এটি ইসরাফ (সাধারণ অপচয়) এর পর্যায়ে পড়বে যা ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ। খরচের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো- হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার নিজের ও পরিবার-পরিজনের খরচ পোষানোর মত সামর্থ্য থাকা এবং ফিরে আসার পর তার নিজের ও নিজ পরিবারের খরচ চালানোর মত সামর্থ্য থাকা যেমন- বাসা ভাড়া, বেতন বা ব্যবসা ইত্যাদি ঠিক থাকা। তাই যে ব্যবসার লাভ থেকে ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের খরচ চালায় সে ব্যবসার মূলধন ভেঙ্গে হজ্ব করা ফরজ নয়; যদি ব্যবসার মূলধন কমে গেলে যে লাভ পাওয়া যাবে সে লাভ তার নিজের খরচ ও পরিবারের খরচের জন্য যথেষ্ট না হয়।

স্থায়ী কমিটিকে (১১/৩৬) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে- যে ব্যক্তির ইসলামী ব্যাংকে কিছু অর্থ রয়েছে। তার মাসিক বেতন ও সে অর্থের লাভ মিলে তার খরচ কোন মতে চলে যায়। এ ব্যক্তির উপর মূলধন ভেঙ্গে হজ্ব আদায় করা কি ফরজ, উল্লেখ্য এতে করে তার মাসিক আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং আর্থিকভাবে সে সংকটে থাকবে?

তাঁরা জবাবে বলেন: প্রশ্নে যে অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে শরয়ি আইনানুগ সামর্থ্য না থাকায় আপনি হজ্ব আদায়ের জন্য মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) নন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭] তিনি আরো বলেন: "আল্লাহ দ্বীন পালনে তোমাদের উপর কাঠিন্য আরোপ করেননি।" [সূরা হজ্ব, আয়াত: ৭৮] সমাপ্ত

মৌলিক প্রয়োজন কোনগুলো: মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে জিনিশিগুলো একান্ত প্রয়োজন। যেগুলো ছাড়া চলতে কষ্ট হয়। যেমন- কোন তালিবে ইলমের কিতাব-পুস্তক। আমরা বলব না যে, তুমি তোমার বই বিক্রি করে হজ্ব আদায় কর। যেহেতু এটি তার প্রধান প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় গাড়ীর ব্যাপারে আমরা বলব না যে, তুমি গাড়ীটি বিক্রি করে হজ্ব কর। কিন্তু তার কাছে যদি দুটি গাড়ী থাকে অথচ তার প্রয়োজন একটির সে ক্ষেত্রে একটি গাড়ী বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে হজ্ব আদায় করা তার উপর ফরজ হবে। অনুরূপভাবে কোন শিল্পনির্ভর পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হবে না যে, তুমি তোমার যন্ত্রপাতি বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে হজ্বে চলে যাও। কারণ তার এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। অনুরূপভাবে যে গাড়ীটিকে কেউ ভাড়া গাড়ী হিসেবে ব্যবহার করে এবং এর ভাড়া থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে নিজের ও নিজ পরিবারের খরচ চলে সে গাড়ীটি বিক্রি করে হজ্ব আদায় করা ফরজ নয়।

মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে বিয়েও পড়বে। যদি বিয়ের প্রয়োজন থাকে তাহলে হজ্বের উপর বিয়েকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

অন্যথায় হজ্বকে প্রাধান্য দওেয়া হবে। দখেুন জবাব নং 27120।

অতএব, হজ্বরে আর্থকি সামর্থ্য বলতে বুঝাবে ঋণ পরশিোধ, আইনানুগ খরচ ও মৌলকি প্রয়োজন মটিানোর পর হজ্ব করার মত সম্পদ থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি শারীরকিভাবে ও আর্থকিভাবে হজ্ব করার সামর্থ্য রাখে অনতবিলিম্বে হজ্ব আদায় করা তার উপর ফরজ। আর যে ব্যক্তি শারীরকিভাবে ও আর্থকিভাবে অক্ষম অথবা শারীরকিভাবে সক্ষম কন্তিু নঃিসম্পদ গরীব তার উপর হজ্ব ফরজ নয়।

আর যে ব্যক্তি আর্থকিভাবে সক্ষম; কন্তিু শারীরকিভাবে অক্ষম তার বষিয়টি আরো বস্তিারতি ব্যাখ্যাসাপক্ষে: যদি তার অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার মত হয় (যমেন এমন রোগে যে রোগে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে) তাহলে সে ব্যক্তি সুস্থতার জন্য অপক্ষো করবে। সুস্থ হওয়ার পর হজ্ব আদায় করবে। আর যদি তার অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার আশা না থাকে (যমেন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী অথবা বার্ধক্যজনতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি; যার হজ্ব করার মত শক্তি নইে) এমন ব্যক্তরি উপর প্রতনিধিরি মাধ্যমে হজ্ব আদায় করা ফরজ। শারীরকি অক্ষমতা সত্ত্বওে আর্থকি সামর্থ্য থাকায় এ ব্যক্তি হজ্বরে দায়ত্বি থকেে রহোই পাবনে না। দললি হচ্ছে ইমাম বুখারী কর্তৃক হাদসি বর্ণতি আছে যে, এক নারী বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পতিা অতি বৃদ্ধ, সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারনে না। তাঁর উপর হজ্ব ফরজ হয়ছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থকেে হজ্ব আদায় করতে পারব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: হ্যাঁ।" সে নারী যে বলছেনে, "তার পতিার উপর হজ্ব ফরজ হয়ছে" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে নারীর এ কথাতে সম্মতি দয়িছেনে; অথচ তার পতিা শারীরকিভাবে অক্ষম।

নারীর উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য সঙ্গি হসিবেে কোন মাহরাম পুরুষ থাকা শর্ত। কোন পুরুষ মাহরাম ছাড়া ফরজ হোক নফল হোক হজ্ব আদায় করার জন্য কোন নারীর সফর করা জায়যে নয়। দললি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "কোন নারী মাহরাম পুরুষরে সঙ্গ ছাড়া সফর করবে না।" [সহহি বুখারী (১৮৬২) ও সহহি মুসলমি (১৩৪১)]

মাহরাম পুরুষ: স্বামী অথবা এমন কোন পুরুষ যার সাথে ববিাহ-বন্ধন চরিতরে হারাম ঔরসজাত কারণে অথবা দুগ্ধপানরে কারণে অথবা ববৈাহকি আত্মীয়তার কারণে।

বোনরে স্বামী (দুলাভাই), খালার স্বামী (খালু), ফুফুর স্বামী (ফুফা) মাহরাম নয়। কছিু কছিু নারী এ ব্যাপারে শথিলিতা করে বোন ও বোন জামাই এর সাথে সফর করনে অথবা খালা-খালুর সাথে সফর করনে – এটি হারাম। যহেতেু বোন জামাই বা খালু মাহরাম নয়। তাই এদরে সাথে সফর করা জায়যে নয় এবং এভাবে হজ্ব করলে হজ্ব মাবরুর না হওয়ার আশংকা অধকি। কারণ মাবরুর হজ্ব হচ্ছে- যে হজ্বরে মধ্যে কোন পাপ সংঘটতি হয় না। এই নারী তার গোটা সফরইে গুনাতে লপি্ত।

মাহরাম এর ক্ষত্রেে শর্ত হচ্ছে- তাকে আকলবান ও সাবালক হতে হবে। কারণ মাহরাম থাকার উদ্দশ্যে হচ্ছে- মাহরাম ব্যক্তি যনে নারীকে হফোযত করতে পারে। শশিু ও পাগলরে পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। অতএব, কোন নারী যদি মাহরাম না

পান অথবা মাহরাম পাওয়া গলেওে সে মাহরাম যদি তাকে নয়িে সফরে যতেে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে নারীর উপর হজ্ব ফরজ হবে না। হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ শর্ত নয়। বরং স্বামী অনুমতি না দলিওে যদি হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যায় তাহলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে।

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে (১১/২০):

সামর্থ্যরে শর্তগুলো পূর্ণ হলে হজ্ব ফরজ। এ শর্তগুলোর মধ্যে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ নইে। স্ত্রীকে হজ্বে যতেে বাধা দয়ো স্বামীর জন্য জায়যে নয়। বরং স্ত্রীকে এই ফরজ ইবাদত আদায়ে সহযোগতিা করা শরয়িতরে বধিান। সমাপ্ত।

অবশ্য এটি ফরজ হজ্বরে প্রসঙ্গে। নফল হজ্বরে ব্যাপারে ইবনুল মুনযরি ‘ইজমা’ বর্ণনা করছেনে য,ে স্বামীর অধকিার রয়ছেে নফল হজ্ব থকেে স্ত্রীকে বাধা দয়োর। যহেতেু স্ত্রীর উপর স্বামীর অধকিার পূর্ণ করা ফরজ। সুতরাং অন্য কোন ফরজ আমল ছাড়া এই অধকিার হতে তাকে বঞ্ছতি করা যাবে না। [মুগনী (৫/৩৫)]

দখেুন: আল-শারহুল মুমতি (৭/৫-২৮)